Question no. 26. বেকারত্বের ধারণা এবং ভারতে বিভিন্ন ধরনের বেকারত্ব।

উওর:

প্রতিটি অর্থনীতিতেই সাধারণভাবে দুই ধরনের বেকারত্ব দেখা যায়। একটি হল ইচ্ছাকৃত বেকারত্ব (Voluntary Unemployment) এবং অপরটি হল অনিচ্ছাকৃত বেকারত্ব (Involuntary Unemployment)। যে সমস্ত ব্যাক্তি দেশের প্রচলিত মজুরিতে কাজ থাকা সত্ত্বেও কাজ করতে চায় না তাদের বলা হয় ইচ্ছাকৃত বেকার এবং এই ধরনের বেকারত্বকে বলা হয় ইচ্ছাকৃত বেকারত্ব। অপরপক্ষে যে সমস্ত ব্যক্তি দেশের প্রচলিত মজুরির হারে কাজ করতে রাজি থাকা সত্ত্বেও কাজ পায় না তাদের বলা হয় অনিচ্ছাকৃত বেকার এবং এই ধরনের বেকারত্বকে বলা হয় অনিচ্ছাকৃত বেকারত্ব। প্রতিটি অর্থনীতিতেই ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত বেকারত্ব দেখা যায়। অর্থনীতিতে ইচ্ছাকৃত বেকারত্ব দেখা গেলেও কোনো দেশেই এই সংখ্যা খুব বেশি না থাকায় এই ধরনের বেকারত্বের সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করে না। তাই ইচ্ছাকৃত বেকারত্ব অর্থনীতির কোনো সমস্যা নয়। অপরদিকে অনিচ্ছাকৃত বেকারত্বই হল অর্থনীতির একটি ভয়াবহ সমস্যা। বেকারত্ব বলতে এই অনিচ্ছাকৃত বেকারত্বকেই বোঝায়। সুতরাং যে সমস্ত ব্যক্তি দেশের প্রচলিত মজুরির হারে কাজ করতে রাজি থাকা সত্ত্বেও কাজ পায় না তাদের বলা হয় বেকার এবং এই ধরনের অবস্থাকে বলা হয় বেকারত্ব।

ভারতে বিভিন্ন ধরনের বেকারত্ব দেখা যায়। ভারতে যে বিভিন্ন ধরনের বেকারত্ব দেখা যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল:

(১) কাঠামোজনিত বেকারত্ব বা যন্ত্রজনিত বেকারত্ব : মূলধন প্রগাঢ় নতুন যন্ত্রের প্রর্বতন, নতুন উৎপাদন সংগঠন, নতুন উৎপাদন পদ্ধতি, নতুন দ্রব্যের আবিষ্কার, পুরাতন দ্রব্যের উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস, এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে উৎপাদন প্রতিষ্ঠান স্থানান্তর, পুরাতন শিল্পের বিলোপ ইত্যাদি কারণে

কর্মসংস্থান হ্রাস পাওয়ার ফলে যে বেকারত্ব দেখা দেয় তাকে বলে কাঠামোজনিত বেকারত্ব বা যন্ত্রজনিত বেকারত্ব। ভারতে এই ধরনের বেকারত্ব বর্তমানে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

(২) দীর্ঘমেয়াদী বেকারত্ব : জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে, মূলধনের স্বল্পতার জন্য, কৃষি ও শিল্পের উপযুক্ত উন্নয়নের অভাবে জনসাধারণের যে অংশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো উৎপাদন বা সেবামূলক কাজে নিযুক্ত না থেকে দীর্ঘকাল ধরে সম্পূর্ণভাবে বেকার অবস্থায় থাকে তাকে বলে দীর্ঘমেয়াদী বেকারত্ব। ভারতের জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ দীর্ঘমেয়াদী বেকারত্বের অন্তর্গত।

(৩) মরসুমী বেকারত্ব: অর্থনীতির বিভিন্ন কাজকর্মের মধ্যে অনেক কাজে বৎসরের কোনো বিশেষ সময়ে প্রচুর শ্রমিকের প্রয়োজন হয় কিন্তু অন্য সময়ে তাদের কাজ থাকে না। যেমন চিনির কারখানা, কৃষিকাজ, গৃহনির্মাণ শিল্প, বন্দরের কাজ ইত্যাদিতে সারাবৎসর ধরে অর্থনৈতিক কাজ চলে না বলে বৎসরের একটি সময় ঐ সমস্ত ক্ষেত্রে নিযুক্ত ব্যক্তিরা কাজের অভাবে বেকার অবস্থায় থাকে। এই ধরনের বেকারত্বকে বলা হয় মরসুমী বেকারত্ব (Seasonal Unemployment)। ভারতে মূলত কৃষিক্ষেত্রে এই ধরনের বেকারত্বের সমস্যা ভয়াবহ।

(৪) প্রচ্ছন্ন বা ছদ্মবেশী বেকারত্ব : দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং বিকল্প কোনো কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা না থাকায় দেশের জনসাধারণের একটি অংশ এমন কাজে নিযুক্ত থাকে যাতে তাদের শ্রমশক্তি, নৈপুণ্য, কাজের সময় ইত্যাদি সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার হয় না অর্থাৎ যে সমস্ত ব্যক্তি আপাতদৃষ্টিতে কাজে নিযুক্ত থাকলেও এদের প্রান্তিক উৎপাদন শূন্য বা শূন্যের কাছাকাছি হওয়ায় উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিলেও উৎপাদন হ্রাস পায় না। এই অবস্থাকেই বলা হয় প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব বা ছদ্মবেশী বেকারত্ব। ভারতের কৃষিক্ষেত্রে ছদ্মবেশী বা প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব সবথেকে বেশি দেখা যায়।

(৫) সংঘাতজনিত বেকারত্ব বা বিঘ্নজনিত বেকারত্ব: অর্থনৈতিক দেহের উপাদানগুলির স্বাভাবিক গতিশীলতার ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য সাময়িকভাবে কিছু ব্যক্তি কাজের সুযোগ হারায়। এই ধরনের বেকারত্বকে বলে সংঘাতজনিত বেকারত্ব বা বিঘ্নজনিত বেকারত্ব। উৎপাদনের উপাদান যেমন যন্ত্রপাতি অকেজো হয়ে পড়লে বা কাঁচামালের অভাবের জন্য এই ধরনের বেকারত্ব সৃষ্টি হয়। ভারতে এই ধরনের বেকারত্বের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়।

(৬) শিক্ষিত বেকারত্ব: সমাজে যাদের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল নয়, যাদের বেঁচে থাকার জন্যে অর্থ উর্পাজনের প্রয়োজন হয়, যারা কিছু উচ্চশিক্ষা অর্জন করেছে, যারা কায়িক শ্রম পচ্ছন্দ করে না এবং কায়িক শ্রম ছাড়া অপেশাগত কাজ পছন্দ করে অথচ কাজ পায় না তাদের শিক্ষিত বেকার বলে এবং এই ধরনের বেকারত্বকে বলে শিক্ষিত বেকারত্ব। ভারতের সাক্ষরতার স্বল্পহারের পাশাপাশি শিক্ষিত বেকারের এক অদ্ভুত সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানকালে ভারতে শিক্ষিত বেকারত্বের সমস্যা ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। শিক্ষিত বেকারত্বের সমস্যা অন্যান্য ধরনের বেকারত্বের সমস্যা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। কারণ শিক্ষিত বেকার সবথেকে বেশি রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন। তাই রাষ্ট্রের শান্তিশৃঙ্খলার দিক থেকে বিচার করলে শিক্ষিত বেকারত্ব রাষ্ট্রের স্থায়িত্বের দিক থেকে বিপজ্জনক।